



52906 - ইমাম ও মুক্তাদী এ দু'জন হলই জামাতে নামায অনুষ্ঠিতি হতে পারে

প্রশ্ন

যদি বাড়তি দু'জন লোক থাকে তাহলে এই সংখ্যাটা কি জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট? যখন একজন হবনে ইমাম; আর অন্যজন মুক্তাদী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ, জামাতে নামাযের জন্য দু'জন মানুষ যথেষ্ট: ইমাম ও মুক্তাদী। হোক সটো বাড়তি বা অন্য কোথাও। ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ বলেন: “দুই ও ততোধিকরে সমন্বয়ে জামাত হওয়া সংক্রান্ত পরচ্ছদে।” তারপর সেখানে মালকে ইবনুল হুয়াইরসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা সফরে গেলে আযান দাও ও ইকামত বলবে। তোমাদের মধ্যে যবে বড় সে ইমামত করবে।” [সহীহ বুখারী: ৬৫৮]।

হাফযে ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ বলেন: “তার বক্তব্য ‘দুই ও ততোধিকরে সমন্বয়ে জামাত হওয়া সংক্রান্ত পরচ্ছদে’ এই শরীফনামটা একটা হাদীসের ভাষ্য যা দুর্বল কিছু বর্ণনায় এসছে। ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন: “এমন কউে কনিই যবে তার প্রতিসদকা করবে, তথা তার সাথে নামায পড়বে?” তখন এক লোক উঠে গিয়ে তার সাথে নামায আদায় করল। তিনি বললেন: “এই দুজনে মিলে জামাত হয়েছে।”

“এই দুজনে মিলে জামায়াত হয়েছে” অংশটুকু বাদে বাকি ঘটনা আবু দাউদ ও তিরমিযী অন্য এক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আরো বলেন:

এটা (অর্থাৎ মালকে ইবনুল হুয়াইরসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস) দিয়ে দলীল প্রদান করা হয়েছে যবে জামাতের সর্বনমিন সংখ্যা হলো একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদী। মুক্তাদী সাধারণভাবে পুরুষ অথবা শিশু কিংবা নারী যবে কউে হতে পারে।” [হাফযের কথা সমাপ্ত]।

হাফযে যবে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সটো সুনান আবু দাউদ (৫৫৪) বর্ণিত হয়েছে এবং আবু দাউদ সটোকবে বিশুদ্ধ বলছেন। হাদীসটির ভাষ্য হলো: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এক লোককে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন: “এমন কটে কনিহে, যে তার প্রতিসদকা করবে, তথা তার সাথে নামায পড়বে?” [শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (২৬৫২) বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেন]।

আউনুল মা'বুদ গ্রন্থের লেখক বলেন: “যাতে করে সে জামাতের নকী পায়। পরগামে সে যেন তার প্রতিসদকা করল।”

উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “একাকী নামাযের চেয়ে কোনো ব্যক্তির অন্য কারো সাথে নামায আদায় করা অধিক পবিত্র। আর একজনকে সাথে নামায পড়ার চেয়ে দুইজনকে সাথে নামায পড়া বেশি পবিত্র। সংখ্যায় তারা যত বেশি, আল্লাহর কাছে সে নামায তত প্রিয়।” [সুনান নাসাঈ (৮৪৩) ও সুনান আবু দাউদ (৫৫৪)। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (২২৪২) বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেন।] তবে এটা জানা জরুরী, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজবি। ওজর ছাড়া একাকী কথিবা ঘরে জামাত করে নামায পড়া জায়যে নহে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: দু'জনকে একত্রে নামায পড়া কি জামাত হিসেবে গণ্য হবে?

কমটি উত্তর দেয়: “দু'জন ও ততোধিক ব্যক্তির একত্রে নামায জামাত হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু সংখ্যা যত বেশি হয় মর্যাদাও তত বেড়ে যায়। তদুপর মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি।” [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (৭/২৮৯)]।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন একদল লোকের ব্যাপারে যারা ঘরে জামাত করে নামায আদায় করে। তিনি বলেন:

“আমি এদেরকে উপদেশে দিই যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং মসজিদে মুসলিমদের সাথে জামাতে নামায আদায় করে। কারণ এই মাসআলায় আলমেদরে অগ্রগণ্য মত হলো, কোনো ওজর না থাকলে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আমি ইচ্ছা হচ্ছিল যে, নামায শুরু করার নির্দেশে দিই। নামায দাঁড়ানোর পর একজন লোককে আদেশে দিই যেন সে মানুষের ইমামত করবে। আর আমি কিছু লোক নিয়ে বেরিয়ে যাই যাদের সাথে লাকড়ি বোঝা আছে। তারপর যে লোকেরা নামাযে উপস্থিতি হয়নি আমি তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।” [দখেুন: বুখারী (৬৪৪) ও মুসলিম (৬৫১)]।

এই লোকেরা হয়তো নিজদের বাসস্থানে জামাত করে নামায আদায় করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চয়েছিলেন তারা যেন সেই জামাতের সাথে নামায আদায় করে, যাই জামাতকে শরীয়ত নির্ধারণ করেছে। আর শরীয়ত নির্ধারণিত জামাত হলো তারা যারা এমন মসজিদে নামায আদায় করবে যেখানে নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়। তাই তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: “যে ব্যক্তি আগামীকাল মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর সাথে



সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেনে এই নামাযগুলো নিয়মতি সহৈ স্থানে আদায় করে যখনে নামাযগুলো আদায় করার জন্য ডাকা হয়।” তিনি বললেন: “যখনে নামাযগুলো আদায় করার জন্য ডাকা হয়” আর ‘যখনে’ শব্দটা স্থান নির্দেশক। অর্থাৎ সে যেনে নামাযটা নিয়মতি সহৈ স্থানে আদায় করে যখনে এর জন্য ডাকা হয়” [ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৫/১৯)]।